প্রথম আলো

তারিখ 2 FEB 2013
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

আবু বকরের তৃতীয় মৃত্যুবার্ষিকী আজ

ছাত্রলীগের ১০ নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র আবু বকর সিদ্দিক হত্যা মামলায় ছাত্রলীগের ১০ নেতা-কর্মীকে আসামি করে সম্পূরক অভিযোগপত্র দিয়েছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। এর আগে শাহবাগ থানার দেওয়া অভিযোগপত্রে আটজনকে আসামি করা হয়েছিল। আদালতের নির্দেশের ১৭ মাস পর গত বছরের ২৬ নভেম্বর সিআইডি এ অভিযোগপত্র দেয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত অভিযোগ গঠন করা হয়নি।

তিন বছর আগে আজকের এই দিনে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ছাত্র আবু বকর সিদ্দিক মারা যান। আগের দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ রহমান হলে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের সংঘর্ষে তিনি আহত হয়েছিলেন। মৃত্যুর দুই মাস পর স্নাতক সমাপনী পরীক্ষার ফল বের হয়। তাতে প্রথম হয়েছিলেন তিনি।

সম্পূরক অভিযোগপত্রের আসামিরা হলেন ছাত্রলীগের এফ রহমান হল শাখার সাবেক সভাপতি (ঘটনার পর কমিটি বিলুপ্ত হয়) সাইদুজ্জামান ফারুক, এনামুল হক ওরফে এরশাদ, মো. তৌহিদুল খান ওরফে তুষার, মনসুর আহম্মেদ ওরফে রনি, আবু জাফর মো. সালাম, মফিদুল ইসলাম খান ওরফে তপু, মেহেদী হাসান ওরফে লিমন, রকিব উদ্দিন ওরফে রকিব, মো. আসাদুজ্জামান ওরফে জনি এবং আলম-ই-জুলহাস ওরফে জুয়েল। এঁরা সবাই ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন।

এর মধ্যে জনি, জুয়েল, তুষার, সালাম ও এরশাদ পলাতক থাকায় তাঁদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছে আদালত।

একই সঙ্গে মো. জসিম, মো. ফয়সাল, মো. রকি, আলম ওরফে আলাল, রাজীব, আলমগীর-১ ও আলমগীর-২ কে মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে।

আবু বকর হত্যার ১৪ মাস পর ২০১১ সালের ২৯ এপ্রিল শাহবাগ থানা পুলিশ মামলার অভিযোগপত্র দেয়। ওই অভিযোগপত্রে আসাদুজ্জামান ওরফে জনি ও আলম-ই-জুলহাস ওরফে জুয়েল ছাড়া বাকি আটজনকে আসামি করা হয়েছিল। অভিযোগপত্রে পাঁচজনকে প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী হিসেবে উল্লেখ করা হয়। সেই পাঁচ সাক্ষী তখন অভিযোগ করেন, তাঁদের সঙ্গে কথা না বলেই তাঁদের বানোয়াট জবানবন্দি যুক্ত করে পুলিশ অভিযোগপত্র দিয়েছে।

বকরের বাবা রুস্তম আলী গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, 'পুলিশ আসামিদের শনাক্ত করায় খুশি হয়েছি। কিন্তু এদের বিচার যেন হয়।'